সংবাদ
নাগরিক মঞ্চ

নাগরিক মঞ্চ মুখপত্র

বিশেষ স্বাস্থ্য সংখ্যা-২০১৯

এই সংখ্যায় থাকছে

জুনিয়ার ডাক্তার আন্দোলনের চালচিত্র
ডা. পুণ্যব্রত গুণ ☐ ২

স্বাস্থ্য ব্যবসা আর বিমা ব্যবসার গল্প হেলথ কেয়ার না রোগ প্রতিরোধ — কোন্‌টা চান?
সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ☐ ৪

রোগীর অধিকার
উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৬

চিকিৎসা ক্ষেত্রে হিংসা
অমিত সরকার ☐ ৮

পশ্চিমবঙ্গে কবে আর বিধি মেনে আবর্জনা ব্যবস্থাপনা হবে?
শশাঙ্ক দেব ☐ ১৩

একটি আবেদন ☐ ১৪

নাগরিক মঞ্চের প্রকাশনার বই সোম থেকে শনি (বৃহ ও রবিবার বাদে) কার্যালয়ের অফিসে দুপুর ২ টো থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সংগ্রহ করতে পারেন। ফোনে যোগাযোগ :— (০৩৩) ২৩৭৩১৯২১, ০৯৬৭৪৭১৩২৫০ / ৯৮৩১৩১৮২৬৫

নাগরিক মঞ্চের পক্ষে প্রকাশক ও সম্পাদক পবন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩৪, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০৮৫ থেকে প্রকাশিত ফোন : ৯৮৩১৩১৮২৬৫

মুদ্রণ সহযোগ : অপটিমা
কলকাতা : ৭০০ ০০৯
মূল্য : কুড়ি টাকা

হোক আন্দোলন

জুনিয়ার ডাক্তারবাবুরা মনে করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করলে সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে। কিন্তু তা যে হয়নি সেটা বোঝা গেল, তাদের অনেক প্রতিশ্রুতি এখনও কার্যকর হয়নি। এর ফলে, তারা পুনরায় আন্দোলনের হুমকি দিয়েছিলেন। এরপর প্রশাসন পুনরায় ডাক্তারবাবুদের সাথে আলোচনায় বসেছে।

এবারের জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল সারা দেশব্যাপী। এককাট্টা হয়েছিল দেশের সব ডাক্তার ও তাদের সংগঠনগুলি। ডাক্তাররা জোটবদ্ধ, একত্রিত এই ছবি ফুটিয়ে তুলতে তারা পেরেছিলেন। এটা এই আন্দোলনের আশার কথা।

তবে, এ আন্দোলনের একটাই খামতি—এটা শুধু ডাক্তারবাবুদের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন ছিল। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কুৎসিত, বেহাল চেহারাটা জনসমক্ষে তুলে ধরতে ডাক্তারবাবুরা ব্যর্থ হয়েছেন। আশির দশকে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের সাথে এখানেই তফাত আজকের জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন। সামাজিক প্রেক্ষাপটটা অনুপস্থিত ছিল। তবু তো আন্দোলন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ—হোক সে যতই সংকীর্ণ!

ডাক্তার কে. পায়েল তদভি। ২৬ বছর বয়সী মহারাষ্ট্রের আদিবাসী 'ভিল' সম্প্রদায়ের মেয়ে। নিচু জাত, উঁচু পেশায় অনুপ্রবেশ সহ্য হয়নি উঁচুজাতের ডাক্তার সহকর্মীদের। অসহ্য মানসিক নির্যাতন। প্রতিদিন। 'উচ্চ' সুবিধাভোগী বর্ণের তিন সহকর্মীর নিরন্তর অপদস্থতা। গর্ভবতী ও প্রসূতিদের চিকিৎসার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও রোগীদের কাছে যেতে না দিয়ে করণিকের কাজ করানো হতো পায়েল তদভিকে।

মুম্বাই। ভারতের অন্যতম মহানগর। মুম্বাই হাসপাতালের ডাক্তার পায়েল। পায়েলের জায়গা হয়েছিল তাঁরই অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে এক ঘরে থাকার। পায়েলের তিন সহকর্মীরাই খাটে শুতেন, ডাক্তার পায়েল শুতেন মাটিতে পাতা বিছানায়। পায়েলের সহকর্মী ডাক্তাররা বাথরুম ব্যবহার করে বেরিয়ে পা মুছতেন মেঝেতে বিছানো পায়েলের বিছানায়। কী নির্মমতা। উপেক্ষা। কতটা ঘৃণা জমে থাকলে মানুষ এ ধরনের অমানুষিক কাজ করতে পারে। পায়েলের 'সুইসাইড' নোটে এমন অনেক অভিজ্ঞতার কথা, অবিবেকী কথা, আক্রোশের কথা বলা আছে। পায়েল জানত তার আত্মহত্যার পর তার হাতে লেখা 'সুইসাইড' নোটটি অভিযুক্তরা নষ্ট করে দেবে। তাই ঘটেছিল। পায়েল তাই আত্মহত্যার ঠিক আগে হাতে লেখা 'সুইসাইড' নোটটির ছবি তুলে রাখে তার মোবাইলে।

আর একটা ব্যাপার খুব অবাক করার মতো। ডাক্তার কে. পায়েল তদভির আত্মহত্যাকে ঘিরে একটা প্রতিবাদ হল না এ শহরে। এটা খুব পরিতাপের বিষয়। ডাক্তার কে. পায়েল তদভি প্রথমে নারী তারপর নীচু জাতের—এটাই কি তার একমাত্র পরিচয়? সে তো প্রথমে মানুষ তারপর ডাক্তারি প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছিল—সেটা কি তার অপরাধ! এ কোন সংকীর্ণতা যা ডাক্তারি সমাজটাকে গিলে খেল!

জুনিয়ার ডাক্তার আন্দোলনের চালচিত্র

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

১০ই জুন নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে প্রায় ২০০ মানুষ আক্রমণ করেন জুনিয়র ডাক্তারদের। দুজন জুনিয়ার ডাক্তার গুরুতর আহত হয়। পরিবহ মুখোপাধ্যায় মাথার খুলির হাড় ভেঙে ভর্তি হয় ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সেস কলকাতায় আর যশ টেকওয়ানি এন আর এস এর ই আই সি ইউ তে। পরিবহের সিটি স্ক্যান এর ছবি পরে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

সেদিন রাত থেকেই কাজ বন্দ করে ধরনায় বসে ছিলেন এন আর এস এর জুনিয়ার ডাক্তাররা পরের দিন দুপুরের মধ্যে কাজ বন্ধ হয়ে যায় বাকি সব মেডিকেল কলেজ-এ।

এন আর এস এর দাবি ছিল অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী আসুন এসে সুরক্ষায় আশ্বাস দিন অপরাধীদের শাস্তির আশ্বাস দিন। এইটুকু করলেই কাজে ফিরে যেতেন জুনিয়র ডাক্তাররা রোগীদের দুর্দশা হতো না।

মুখ্যমন্ত্রী যিনি আবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বটেন, তিনি জেদ ধরে রইলেন। তার বদলে দফায় দফায় এন আর এস এ গেলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী, রাজ্য আই এম এ সম্পাদক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা, স্বাস্থ্য সচিব, নগরপাল। কিন্তু যে রাজ্যে একটাই পোস্ট বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট সেখানে ল্যাম্পপোস্টদের সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তাররা কথা বলতে চাইবেন না—এটাই তো স্বাভাবিক।

আমাদের রাজ্যে নাকি সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে সব চিকিৎসা পাওয়া যায়। সাদা নীল বাড়ি আছে ভিতরে যথাযথ সংখ্যায় ডাক্তার নেই, চিকিৎসা কর্মী নেই, শয্যা নেই, যন্ত্রপাতি নেই। মানুষ আশা নিয়ে হাসপাতালে আসেন যথাযথ চিকিৎসা না পেলে ক্ষুব্ধ হন। ক্ষোভের কারণ সরকারি পরিকাঠামোর অপর্যাপ্ততা। দায়ী সরকার । অথচ রোগীর পরিজনরা সামনে পান ডাক্তার নার্স বা অন্য চিকিৎসা কর্মীদের আক্রমণ আসে তাদের উপর।

জুনিয়রদের সমর্থনে রাজ্য জুড়ে আউটডোর বন্ধের ডাক দেয় জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ ডক্টরস। কেবল বেসরকারি হাসপাতাল নয় সরকারি হাসপাতাল, প্রাইভেট চেম্বার রাজ্য জুড়ে সব বন্ধ থাকে ১২ই জুন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা। প্রশ্ন করতে পারেন কাজ বন্ধ করার কি দরকার ছিল? এন আর এস এর ঘটনাটা ছিল ২৩৫ নম্বর। এর আগে ২৩৪টা ঘটনা ঘটে গেছে যেখানে ডাক্তার বা অন্য চিকিৎসা কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রমণকারীর ভূমিকায় রোগীর পরিজনের ছদ্মবেশে দুষ্কৃতিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসকদলের ঘনিষ্ঠ পদাধিকারী বা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। দুটো ক্ষেত্রে আক্রমণকারী ছিলেন পুলিশ অফিসার। মাত্র খান পাঁচেক কেসে অপরাধীকে ধরা হয়েছে তাদেরও অল্প দিনে ছেড়ে দেয়া হয়েছে জামিনযোগ্য মামলা দিয়ে। রাজ্যে ২০০৯ থেকে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে হামলা মোকাবিলার এক আইন আছে। সেই মেডিকেয়ার সার্ভিস পারসন্স এন্ড মেডিকেয়ার সার্ভিস ইনস্টিটিউট প্রিভেনশন অফ ভায়োলেন্স অ্যাক্ট প্রয়োগ করা হয়নি। ডাক্তাররা হিংসার বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছেন গড়ে তুলেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম, গড়ে উঠেছে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস। বারবার তারা মিছিল করেছেন অনশনে বসেছেন হাইকোর্টে মামলা করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। হিংসা কমেনি। তাই কর্মবিরতি ছাড়া কোন উপায় ছিল না তাদের হাতে।

১২ই জুন এর কর্মবিরতিতে ও সরকারের হুশ ফিরল না। বরং আগুনে ঘৃতাহুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এন আর এস এ গেলেন না, বাড়ি থেকে নবান্ন যাবার পথে গেলেন এস এস কে এম এ। জুনিয়র ডাক্তারদের ভয় দেখালেন ইন্টার্নশিপ অসমাপ্ত থেকে যাবে চার ঘন্টার মধ্যে কাজে যোগ না দিলে। হোস্টেল ছাড়তে হবে। এসমা লাগু করা হবে। ডাক্তাররা বহিরাগত তারা পদবি অর্থাৎ ধর্ম দেখে রোগীর চিকিৎসায় বৈষম্য করেন। যে ২৩৪টা ঘটনার কথা বললাম তার অধিকাংশই কিন্তু হয়েছে সরকারি হাসপাতালে যে বেসরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসা করে সেখানে হিংসার ঘটনা কম।

ডাক্তারদের অনড় আন্দোলন আর ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন

১৪ই জুন সকাল এগারোটা থেকে এন আর এস এ সিনিয়র চিকিৎকদের অবস্থান আর সাড়ে চারটা থেকে এন আর এস থেকে ন্যাশনাল মিছিল। মিছিলে সিনিয়র ডাক্তার অন্য কলেজের জুনিয়র ডাক্তার ছাড়াও শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সাধারণ মানুষ ছিলেন প্রচুর সংখ্যায়। তাই মিছিলের শুরু যখন ন্যাশনাল এ পৌঁছে গেছে শেষ তখনো এন আর এস ছাড়েনি।

এ অপমান মেনে নিলেন না সরকারি শিক্ষক চিকিৎসকরা। এস এস কে এমের বিক্ষোভে যোগ দিলেন বিভাগগুলির প্রধানসহ

শিক্ষকেরা, কর্তব্যরত নার্স ও নার্সিং স্টুডেন্টরা। পদত্যাগ করলেন এন আর এস প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপাল। অন্য কলেজগুলোর শিক্ষকরা দলে দলে পদত্যাগপত্রে সই করতে লাগলেন সংখ্যাটা ৯০০ ছুঁয়ালো।

সরকারকে শেষ অব্দি বাধ্য করলো সমঝোতার পথে আসতে। খুব সহজে বিষয়টা হয়নি। নবান্নে উদয় হলেন ৫ সিনিয়র ডাক্তার যাদের দেখা যায়নি জুনিয়ারদের অবস্থানে মিছিলে। শনিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী কথা বলবেন বলেন। সমস্ত কলেজের প্রতিনিধি ছাড়া কথা বলতে নারাজ আন্দোলনকারীরা। অবশেষে সোমবার ১৭ই জুন নবান্নে বৈঠক হলো। বড় কলেজগুলো থেকে দু জন করে প্রতিনিধি আর ছোট কলেজগুলো থেকে একজন করে নিয়ে মোট একত্রিশ জন গেলেন কথা বলতে।

আগের দিন এন আর এস এ দফায় দফায় সাধারণ সভা হয়েছে বিভিন্ন কলেজের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ সমস্যার উপর ভিত্তি করে পাঁচটি করে দাবি জমা দিয়েছেন তা থেকে তৈরি হয়েছে ১২ দফা দাবিপত্র।

পরে যাতে বৈঠকে কি কথা হলো তা নিয়ে কেউ মিথ্যার আশ্রয় নিতে না পারে তাই প্রতিনিধিরা প্রশাসনকে বাধ্য করেছেন লাইভ টেলিকাস্ট করার।

কিন্তু আমরা কি দেখলাম ১৭ই জুনের বৈঠকে। ৫ দিন আগে যারা একে অপরকে চিনতো না এমন ৩১জন প্রতিনিধি সুশৃংখলভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলল। কে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলবে কোন প্রশ্ন করবে স্পষ্টতই তার দায়িত্ব ভাগ করা ছিল। মূলত সুরক্ষা নিয়ে কথা বললেও পরিকাঠামোর যেসব কারণের জন্য হিংসা হয় সেগুলো ভালো ভাবেই তুলে ধরেছে তারা।

৩৬ বছর আগে ১৯৮৩তে অল বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার ফেডারেশন এর নেতৃত্বে এক আন্দোলন হয়েছিল। তার সঙ্গে অনেকে তুলনা টানছেন এই আন্দোলনের। ওই আন্দোলনের সময় আমি সবে ইন্টার্ন। বামফ্রন্ট সরকারের সময় কিন্তু অধিকাংশ মেডিকেল কলেজ এই বিরোধী ছাত্র শক্তি জোরদার ছিল। ছাত্র সংসদের নির্বাচন হতো অনেকগুলো কলেজে স্বাধীন ছাত্র-ছাত্রী সংগঠন ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে ছিল। ওই আন্দোলন হয়েছিল মূলত রোগীদের দাবি নিয়ে ইমারজেন্সিতে ২৪ঘন্টা এক্স রে ই সি জি বায়োকেমিস্ট্রি প্যাথলজির দাবি ছিল দাবি ছিল। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক ওষুধ সরবরাহের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে ডাক্তার নিয়োগের। জুনিয়র ডাক্তাররা কলেজগুলোতে সংগঠিত ছিলেন হাউস স্টাফ ইন্টার্ন অ্যাসোসিয়েশন বা জুনিয়র ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশন নামে। সাতটি কলেজের অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে অল বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার ফেডারেশন। অবস্থাটা এখন অন্যরকম কলেজগুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না মেডিকেল কলেজ ছাড়া অন্য কলেজে স্বাধীন ছাত্র সংগঠন নেই, এস এফ আই দুর্বল, থাকার মধ্যে আছে টি এম সি পি। জুনিয়র ডাক্তারদের কলেজভিত্তিক বা রাজ্যভিত্তিক সংগঠনও নেই।

পরের দিন কোন কোন সংবাদপত্র তাদের আক্রমণ করেছে বিপ্লবী জুনিয়র ডাক্তারদের বিপ্লব নবান্নে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে এই কটাক্ষ করে। সত্যি কি তাই এই প্রতিনিধিরা রাজ্যের আবেগপ্রবণ মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া কথা শোনাতেই পারত বৈঠক ভেস্তে দিতে পারত কর্মবিরতি প্রলম্বিত হত মানুষের দুর্ভোগ বাড়তো। জুনিয়র ডাক্তাররা তা চায়নি।

মনে রাখা দরকার কর্মক্ষেত্রে হিংসার নির্মূলকরণ এর জন্য মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার চাই এমন ব্যবস্থা চাই যেখানে সরকার সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব নেবে। আর সে কাজ কেবল জুনিয়র ডাক্তার সিনিয়র ডাক্তার বা চিকিৎসা কর্মীদের নয় তাদের পাশাপাশি চাই জনসাধারণকেও।

বৈঠকের পর পুলিশে কিছু রদবদল হয়েছে কোন হাসপাতালের সুরক্ষার দায়িত্বে কোন অফিসার থাকবেন তা নির্দিষ্ট হয়েছে। দোসরা জুলাই এই ৩১জন প্রতিনিধির সঙ্গে আবার কথা বলতে বসবেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা।